দৈনিক বাংলা
5.2.80
কলাম ৪

010

ছয়টি ছাত্র সংগঠনের সমাবেশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

সাতদলীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট রাজশাহী কারাগারে গুলিবর্ষণ ও তিনজন কয়েদী হত্যার প্রতিবাদে আগামী শনিবার সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। একই দিন বিকাল তিনটায় ফ্রন্টের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল বায়তুল মোকাররমে ছয়টি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা জনাব সিরাজুল হোসেন খান এই কর্মসূচীর কথা বলেন। সভায় ফ্রন্টের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সমাবেশ

১ম পৃঃ পর

সর্বজনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, এনায়েতুল্লাহ খান, আনোয়ার জাহিদ, আবদুল মতীন, মোস্তফা জামাল হায়দার প্রমুখ।

জাতীয় ছাত্রদল নেতা আতাউর রহমান ঢালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং সময়ের অভাবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখতে পারেননি। শুধু জনাব সিরাজুল হোসেন খান তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

রাজশাহী কারাগারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জনাব খান বলেন, কারাগারে আটক বন্দীদের হত্যা করে শেখ মুজিব ক্ষমতায় থাকতে পারেননি— বর্তমান সরকারও পারবেন না।

তিনি সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের সমালোচনা করে বলেন যে অতীতেও যারা এ ধরনের গণবিরোধী কাজ করেছে সেই 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতকরা' আজ যত সাধুই সাজুক না কেন জনগণ তাদের কখনো বিশ্বাস করবে না।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নেতা জনাব সফিউল আলম প্রধান বলেন যে সরকার তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন।

জনাব সফিউল আলম প্রধান আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্য গঠনের জন্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কঠোর সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, যে আওয়ামী লীগ জাসদের অজস্র কর্মীকে হত্যা করেছে তাদের সাথে আজ তারা কেমন করে হাত মেলালেন। তাহলে কি একথাই সত্য যে আসছে রুশ-ভারতের দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা রাখেন জাতীয় ছাত্র সংসদ নেতা হানিফুল কবীর, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের আলী ইমাম, বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের আক্তার হোসেন এবং জাতীয় ছাত্রদলের আবু সায়ীদ।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়।